দিন যায় মাস যায়, মিলন তো ধীরে ধীরে অনিলের সাহায্যের কথা ভুলেই যাচ্ছে। একদা অনিল মিলনকে বলেই ফেললো, 'তোমারে যে বাঁচাইছি, হেইডার কি করলা'। মিলন তাচ্ছিল্য করে বললো, 'বাঁচাইছস্ মানে, রশিডা-না কুয়ায় ফালাইসস্ মাত্র। এইডার আবার কি চাস্। হায়াত মৌত, খোদার হাতে, তুই আবার বাঁচানে-ওয়ালা কেডা ?'

ঠিক একই ভাবে অনেকেই সমিতির ঋণের জন্যে অন্যের কাছে কাকুতী মিনতী করে সিওরিটি নিয়ে থাকে। তবে ঋণ নিয়ে আর নিয়মিত কিস্তী পরিশোধ করে না, এমনকি-অনেকে তা আর পরিশোধই করে না। তখন যারা সিউরিটি দিয়েছে, তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায়। এটাকেই বলে উপকারের বাঘে খায়। যেমনি কমিটির দায়িত্ব, ঋণ গ্রহীতা যে জন্যে ঋণ নিয়েছে, অদৌ সে সেই খাতেই টাকাটা লাগিয়েছে কিনা। এমনি ভাবে যারা সিউরিটি দিয়েছে, তাদেরও দ্বায়িত্ব সিউরিটি দেয়ার সময়ে ভেবে দেখা, ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে সক্ষম হবে কিনা। অনেক সমিতিই আজ ঋণ খেলাপীর দায়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং এমনকি কোন কোনও সমিতি আজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। তাই অবশ্যই কমিটিতে যেমনি সৎ, যোগ্য এবং দুরদর্শী লোক দরকার, তেমনি সদস্যদেরও সোচ্চার হওয়া দরকার। সুতরাং সদস্যদেরই উচিৎ যোগ্য লোককে নির্বাচিত করে সমিতি পরিচালনার দ্বায়িত্ব দেয়া এবং ঋণ নিয়ে নিয়মিত তা পরিশোধ করা। নইলে সমিতির উন্নয়ন তো দুরের কথা, কখনো বা সমিতি টিকিয়ে রাখাটাও কঠিন হয়ে পরবে।

সঞ্চয় করুন
নিজে সমৃদ্ধ হোন
দেশকে সমৃদ্ধ করুন

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ